দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ৫/৪/৯৫ ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪ ...

যশোরের তিনটি গ্রামে হিলারী

আলমগীর হোসেন ॥ যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডী হিলারী রডহ্যাম ক্লিনটন মশিহাটির ঋষিপাড়ার গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প কার্যক্রম দেখার জন্য ঢাকা হইতে সকালে কন্যা চেলসিকে নিয়া মার্কিন বিমান বাহিনীর সি-১৩০ এয়ারক্রাফটে যশোরে পৌঁছেন। যশোর হইতে ২০ কিলোমিটার দূরের ঋষিপাড়ায় পৌঁছিয়া তিনি গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের সাথে তাহাদের সাফল্য ও স্বাবলম্বী হওয়ার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। হিলারী নিজেও যেমন খুঁটিনাটি জানিতে চাহিয়াছেন, তেমনি বাংলাদেশের মেয়েরাও হিলারীর ব্যক্তিগত অনেক বিষয়ও জানিতে চাহিয়াছে। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প পরিদর্শন শেষে তিনি যান ব্র্যাক পরিচালিত একটি বিদ্যালয়, পরিবার পরিকল্পনায় আত্মনিবেদিত মহিলাদের একটি ক্লিনিক ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিদ্যালয়ে। (৭ম পৃঃ দ্রঃ)

যশোরের ৩টি গ্রামে

(১ম পৃঃ পর)

ঢাকা ফেরার আগে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মতিউর রহমান ঘাঁটিতে হিলারী কন্যা চেলসিকে নিয়া বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর সদস্যদের সাথে একটি গ্রুপ ছবি তোলেন। বিমান বাহিনীর সদস্যরা যৌথভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত এক যৌথ মহড়ায় অংশ নিতেছেন।

গ্রামীণ চেক দিয়া তৈয়ারী পোশাক পরিহিত মা-মেয়ে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পে পৌঁছার পর ঋষিপাড়া প্রকল্পের সদস্যদের সন্তান-সন্ততিরা নিজেদের তৈয়ারী গান—'মোরা বড়ই ভাগ্যবান, মনে-প্রাণে জানাই সালাম' গাহিয়া তাহাদের স্বাগত জানায়। ইহার পর হিলারী যোগ দেন সদস্যাদের এক সভায়। হিলারী বলেন: আপনাদের কথা আমি শুনিয়াছি দশ বছর আগে। এবার আপনাদের কাছে জানিতে আসিয়াছি গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে আপনাদের কিভাবে পরিবর্তন আসিয়াছে। সদস্যরা তাহাদের অতীতের দুরবস্থা এবং কিভাবে গ্রামীণ ব্যাংক তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটাইয়াছে তাহা বর্ণনা করেন। তাহারা বলেন, কি কি বাধা অতিক্রম করিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিতে হইয়াছে। সদস্যদের অনেকেই এখন স্বাবলম্বী এবং পাকা বাড়ী তৈয়ারীর জন্য ঋণ গ্রহণের প্রস্তুত। ...তনের ছাপড়ার নীচে সদস্যদের সাথে বসিয়া হিলারী তাহাদের বক্তব্য শোনেন। বক্তব্য বিনিময়ের সময়ই হিলারীর অভিভূত হইয়া খোলাখুলিভাবে তাহাদের সাথে একাত্ম হইয়া পড়েন। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ইউনূস সদস্যদের বক্তব্য ইংরেজী করিয়া দিতেছিলেন। ইহার পর হিলারী ক্লিনটন গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যাদের নিকট হইতে প্রশ্ন আহ্বান করেন। হিলারীকে প্রশ্ন করা হয়: আরও বাচ্চা নিবেন কি-না? হিলারী উচ্ছসিত হইয়া উত্তর দেন: আমি ও আমার স্বামী ক্লিনটন আরও দুই/একটি বাচ্চা চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের একমাত্র কন্যা চেলসিকে নিয়া আমিও আমার স্বামী ক্লিনটন গর্বিত। তাই ঐ পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াছি।

হিলারী ক্লিনটন কন্যাকে নিয়া সকল ষ্টল ঘুরিয়া দেখেন। সদস্যাদের তৈরী দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও কি করিয়া মুড়ি ভাজা হয় উহাও দেখেন। তাঁহাদের হাতে মুড়ি দেওয়া হইলে মা ও মেয়ে সামান্য খানও। শাড়ীর ষ্টলে যাওয়ার পর একটি জামদানী শাড়ীর কারুকাজের প্রশংসা করিলে সদস্যদের কয়েকজন তাহাকে একটি জামদানী শাড়ী পরাইয়া কপালে একটি লাল টিপ দিয়া দেন। একইসময়ে কন্যা চেলসিকে পরানো হয় একটি সবুজ টিপ। বৌ সাজিয়া স্বচ্ছন্দে কিছু সময় ঘুরিয়া বেড়ান হিলারী। এক সময় হিলারী ঘোমটা দিয়া দেশী-বিদেশী ফটোগ্রাফারদের জন্য পোজও দেন।

গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পে ঘন্টাধিককাল কাটানোর পর হিলারী চুড়ামনকাঠিতে যান ব্র্যাক পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করিতে। হিলারীকে অভ্যর্থনা জানান ব্র্যাক প্রতিষ্ঠাতা ডঃ ফজলে হাসান আবেদ। ব্র্যাক-এর পাবলিক এ্যাফেয়ার্স পরিচালক এম তাজুল ইসলাম জানান, ১৯৮৫ সালে ২২টি স্কুলে এই কার্যক্রম শুরু করা হয়; আর এখন ইহার সংখ্যা ২৯ হাজার। হিলারী এই সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইহার পর হিলারী একই এলাকায় দেখেন পরিবার পরিকল্পনায় আত্মনিবেদিত মহিলাদের একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিক। হিলারী ক্লিনটনকে জানানো হয় যে, পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত এই কার্যক্রম শুরু হইয়াছিল মাত্র একলক্ষ টাকার অনুদান দিয়া। এখন ইউএস এ আই ডি, এশিয়া ফাউণ্ডেশনসহ আরও কয়েকটি দাতা সংস্থার সাহায্যে বহুগুণ বাড়িয়াছে ইহার কার্যক্রম। যশোর শহর সংলগ্ন বালিয়াডাঙ্গার পাঁচবাড়িয়ায় সরকার পরিচালিত 'খাদ্যের বিনিময়ে কাজ' কর্মসূচীর অধীনে পরিচালিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রকল্পে হিলারীকে অভ্যর্থনা জানান প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ। দুইটি শিশুর একটি পরিবারকে মাসে ২০ কেজি গম দেওয়া হয় শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য।